উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৪ ভাদ্র ১৪২৬ বুধবার ৪.০০ টাকা 11 September 2019 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

বিতর্ক থামছে না

সিটি অটোর বদলে পথে ম্যাক্সিক্যাব

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : বিতর্ক জিইয়ে রেখেই সিটি অটোর বদলে শিলিগুড়ির পথে নামল নতুন বিএস-৪ ম্যাক্সিক্যাব। জেলা পরিবহণ বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র পালের উদ্বোধন করা গাড়িই ফের মঙ্গলবার পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের হাত দিয়ে পথে নামল। ম্যাক্সিক্যাব ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব ছাড়াও শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক সুমন্ত সহায়, আরটিও সোনম লেপচা, এআরটিও নবীন অধিকারী সহ পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। এদিন আটটি অটোর পাশাপাশি এগারোটি রেজিস্ট্রেশন নম্বরযুক্ত টোটোরও উদ্বোধন করেন মন্ত্রী।

যে সমস্ত সিটি অটো পনেরো বছরের বেশি সময় ধরে শহরে চলছে সেগুলি বদলে ফেলে দূষণমুক্ত নতুন গাড়ি শিলিগুড়িতে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো গত বছর জেলা পরিবহণ বোর্ডের সদস্য কৃষ্ণচন্দ্র পাল উদ্যোগ নিয়ে শহরে তিন চাকার সিটি অটোর বদলে চারচাকা গাড়ি নিয়ে আসেন। তড়িঘড়ি ওই গাড়িগুলি পথে নামানোর জন্যে উদ্বোধনও করে দেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন মন্ত্রী থেকে শুরু করে জেলাশাসক সহ শহরের বিভিন্ন

সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা। কিন্তু শেষ বেলায় সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেন মন্ত্রী। সূত্রের খবর, গাড়ি বদলের প্রক্রিয়ায় অনিয়মের খবর পেয়েই মন্ত্রী সেখানে যাননি। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে ওই গাড়িরই উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী।

এই গাড়িগুলির উদ্বোধনের পরেও বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না। সম্প্রতি তিন চাকার গাড়ির পরিবর্তে তিন চাকারই নতুন গাড়ি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছিল সিটি অটো মালিকদের সংগঠন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সিটি অটো অ্যান্ড ম্যাক্সিক্যাব ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। তাদের দাবি, হাইকোর্ট রায় দিয়েছে তিনচাকার গাড়িই দিতে হবে। এই রায়ের পরেই পর্যটনমন্ত্রী বৈঠক করেন এবং জানান, যাঁরা তিন চাকার গাড়ি নিতে চাইছেন নেবেন, যাঁরা চার চাকার নিতে চাইবেন তাঁরা তা নেবেন। এই নিয়ে আরও দুটি মামলা দায়ের হয়েছে হাইকোর্টে। একটি মামলা করা হয়েছে বাগডোগরা বাস এবং মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। অপরটি করেছেন শিলিগুড়ির একটি মিনিবাস মালিক। এই দুটি মামলাই আদালতে বিচারাধীন বলে জানা গিয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কী করে ম্যাক্সিক্যাবগুলি শহরে নামানো হল। এছাড়া, রাজ্য সরকারের নির্দেশিকায় বলা রয়েছে, পুরনিগমের কোনো এলাকায় কোনো ডিজেলচালিত অটো চলতে পারবে না। তার পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব গাড়ি আনতে হবে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, এদিন যে আটটি নতুন গাড়ির উদ্বোধন হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ডিজেলচালিত। রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েই শিলিগুড়িতে কাজ চলছে কিনা, সেই প্রশ্নও উঠতে শুরু করেছে। বাগডোগরা বাস এবং মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্পাদক ভোলা ঘোষ বলেন, 'আমরা আমাদের কোনো কাজ করাতে গেলে পরিবহণ দপ্তর থেকে বলা হয়, আইন অনুযায়ী সবকিছু হবে। তবে সিটি অটোর পরিবর্তে কেন চার চাকার গাড়ি নামানো হচ্ছে? এটাও তো আইন বিরোধী। এরই প্রতিবাদে আমরা উচ্চ আদালতে গিয়েছি।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি সিটি অটো এবং ম্যাক্সিক্যাব ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবরাজ চৌধুরি বলেন, 'তিন চাকার গাড়ির পরিবর্তে চার চাকার গাড়ি দেওয়ার প্রতিবাদেই আমরা উচ্চ আদালতে গিয়েছিলাম। সেখানে আদালত বলেছে সমগোত্রের গাড়ি দিতে হবে। কিন্তু এরপরেও আইনের বিরুদ্ধে গিয়ে শহরে ম্যাক্সিক্যাব নামানো হল। অথচ আমরা ম্যাক্সিক্যাবের জন্যে আবেদন করলে বলছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বাইরে গাড়ি চালাতে হবে।' মন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'সমস্ত কিছুই আইন মেনে হচ্ছে। আইনের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করা হয়নি।'

রাজ্য নেতাদের ডাকলেন অমিত

অরুণ জেটলির স্মরণসভায় অমিত শা। -পিটিআই

শোভন-বৈশাখী নাটকে বিরক্ত বিজেপি নেতৃত্ব

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১০ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল থেকে একাধিক নেতা-নেত্রীর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তাতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ক্ষোভ বাড়ছে। সম্প্রতি রাজ্য সফরে এসেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। নাগপুরে ফিরে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও আরএসএস ঘনিষ্ঠ রামমাধবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি অমিত শা'র কাছে ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, বিজেপি সভাপতিকে রামমাধব জানিয়েছেন, শোভন-বৈশাখীর দলে আসা এবং তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায়কে দলে নেওয়া হবে কিনা তা নিয়ে যে নাটক চলছে তাতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। এমন চলতে থাকলে ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ফলাফল ভালো হবে না। জানা গিয়েছে, আরএসএস প্রধানের ক্ষোভ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কানেও গিয়েছে। এরপরেই নড়েচড়ে বসেছেন অমিত শা। বুধবার রাজ্য বিজেপি নেতাদের দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছেন তিনি। রাজ্যের পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়, শিবপ্রকাশ, অরবিন্দ মেননকেও বৈঠকে উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সভাপতি। রাজ্য থেকে যাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে তাঁরা হলেন সভাপতি দিলীপ ঘোষ, সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মুকুল রায় ও সুব্রত চট্টোপাধ্যায়। দিলীপ ঘোষ বৈঠক সম্পর্কে বলেন, 'আমরাও চাই নেতৃত্বের সামনে পুরো বিষয়টি তুলে ধরতে।' শোভন, বৈশাখীর নানান বেফাঁস মন্তব্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলে স্বীকার করে নেন দিলীপবাবু। তিনি বলেন, 'আমাদের ছাঁকনি যথেষ্ট শক্ত আছে। তবে কাউকে দলে নেওয়ার আগে আরও সতর্ক হতে হবে। যাচাই করে খোঁজখবর নিয়ে তবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, দিলীপ ঘোষের সঙ্গে মুকুল রায়ের মতভেদও বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করছে বলে আরএসএস-এর তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। শোভন-বৈশাখীকে দলে নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মুকুলবাবু রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার সম্পর্কে বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। সোমবার জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালটা মন্তব্যে দলের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। বৈশাখী বলেছেন, 'বিজেপির নেতারা আমাদের নিয়ে যেসব মন্তব্য করছেন তা মেনে নেওয়া যায় না। তৃণমূলে এই কালচার ছিল না।' *এরপর বারোর পাতায়*

পর্যটন মরশুমের অপেক্ষায় পাহাড়

সানি সরকার ● দার্জিলিং

১০ সেপ্টেম্বর : দেয়ালে নতুন করে পোস্টার পড়েছে। পাহাড়ের অনেক জায়গায় আন্দোলনের ভাষাও পালটে গিয়েছে। তেমন ধার না থাকলেও অনেক জায়গায় আন্দোলনে নেমেছেন যুব বা নারী মোর্চার সমর্থকরা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী হওয়ার ফলে গোর্খাল্যান্ডের দাবি নয়, বিজেপি বিরোধিতায় বিনয় তামাংরা হাতিয়ার করেছেন নাগরিকপঞ্জি বা এনআরসি-কে। কিন্তু তাতে তেমন সায় নেই পাহাড়বাসীর। ছন্দে ফেরা দার্জিলিং এখন মজে পর্যটনে। পুজোর প্রতীক্ষায় দিন গুনছেন গুলমোহর প্রসাদ থেকে শ্যাম দাহালরা।

সকাল থেকে সন্ধ্যা, মেঘ-রোদ্দুরের লুকোচুরি চলছে বেশ কয়েকদিন ধরেই। পাহাড়ের রাস্তা ধুইয়ে দিতে ঝিরঝিরে বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে। তাতে বিরক্তি প্রকাশ করলেও ম্যালের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের রাস্তার ধারে থাকা দোকানগুলিতে পর্যটকদের ভিড় নেহাত কম নেই। পুজোর আগে 'অফ সিজন'-এ হোটেলের 'রিবেট' এবং কেনাকাটায় 'সেল'-এর সুযোগ নিতে এই সময়টাকে বেছে নিয়েছেন অনেক বাঙালি পর্যটক। আর এই সময়টাকেই কেন্দ্র বিরোধী আন্দোলনের জন্য বেছে নিয়েছেন বিনয় তামাং, অনীত থাপা-রা। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে এই রাজ্যেও কার্যকর হবে এনআরসি, বিজেপি নেতাদের এই বক্তব্যের বিরোধিতাতেই তাঁদের আন্দোলনে নামা। যাতে অক্সিজেন জুগিয়েছে অসমে এনআরসির তালিকায় প্রচুর গোর্খার নাম বাদ যাওয়া। বিনয় তামাংয়ের বক্তব্য, 'বিদেশি তকমা লাগিয়ে সমস্ত গোর্খাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি। তাই দার্জিলিং থেকে শুরু হওয়া এনআরসি বিরোধী আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।' সেই চেষ্টা বিনয়-অনীতরা শুরুও করে দিয়েছেন। পরপর নির্বাচনে হেরে রাজনৈতিক জমি ফিরে পেতে বিনয় তামাংরা মিথ্যের আশ্রয় নিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্ট। এই ক্ষেত্রে তিনি তুলে ধরছেন সোমবারের টাকভার-সিংলার ঘটনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে তাঁকে আটকে রাখার মধ্যে দিয়ে বিনয় তামাংরা নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে চাইছেন বলেও বিস্টের অভিযোগ।

তবে রাজনীতির এই লড়াইয়ে এখন আর মন নেই পাহাড়বাসীর। যেমন তাঁরা এখনই ভাবতে নারাজ এনআরসি নিয়ে। বরং পুজোয় মাতোয়ারা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে দার্জিলিং। নিউ মহাকাল মার্কেটের গরম পোশাক বিক্রেতা গুলমোহর প্রসাদের সাফ কথা, 'পাহাড়ের ভালোর জন্য আন্দোলন হলে সঙ্গে থাকব। অনেক তো আন্দোলন হল, কিছু হয়েছে কি?' দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান প্রতাপ গুরুং। এনআরসি নিয়ে প্রশ্ন করতেই আশপাশে একবার চোখ বুলিয়ে বলে ওঠেন, 'কম আন্দোলন তো দেখলাম না। দিনের পর দিন সমস্ত কিছু বন্ধ রাখা হল। কিন্তু কিছু হল না। তাই এনআরসি নিয়ে কিছু ভাবছি না। যখন হবে দেখা যাবে।' চকবাজারে গালামালের দোকান রয়েছে সিংমারির জ্যোতি সুব্বার। তাঁর বক্তব্য, এনআরসি নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। ফলে অনেকের মতো তিনিও কিছুটা উদ্‌বেগে রয়েছেন। ম্যালের নীচেই রয়েছে জোয়ারবস্তি। এখানকার বাসিন্দা শ্যাম দাহাল এবং তাঁর স্ত্রী রেণুকাদেবী প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ম্যালে চা, কফি বিক্রি করেন। এনআরসি এবং তাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের আন্দোলন প্রসঙ্গ তুলতেই দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'ভোট তো এখন নেই। তবে কীসের জন্য আন্দোলন? কয়েকদিন পরেই তো ফেস্টিভ্যাল। তাই এনআরসি নিয়ে দেখবেন তেমন কিছুই হবে না।'

সবমিলিয়ে এনআরসি নয়, পাহাড় এখন পুজো আর বছরভর রুটির প্রধান উৎস টুরিস্ট সিজনের প্রতীক্ষায়।

বিদেশি তকমা লাগিয়ে সমস্ত গোর্খাকে দেশ থেকে বের করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে বিজেপি। তাই দার্জিলিং থেকে শুরু হওয়া এনআরসি বিরোধী আন্দোলন গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। -বিনয় তামাং, *মোর্চা নেতা*

মার খেয়েছেন দুর্গা সিং

শহরে গুন্ডাগিরি বন্ধে হুঁশিয়ারি মন্ত্রীর

শিলিগুড়ি, ১০ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর সহ বেশ কিছু জায়গায় প্রকাশ্যে মদ, জুয়ার আসর বসায় এলাকার পরিবেশ ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। অভিযোগ, ওই এলাকারই কিছু দুষ্কৃতীর দৌরাত্ম্য এতটাই বেড়েছে যে, রাতের ঘুম ছুটেছে ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। পরিস্থিতি এখন এমনই দাঁড়িয়েছে যে, ওয়ার্ড কাউন্সিলার দুর্গা সিং ও তাঁর বাবা, প্রাক্তন কাউন্সিলার অমরনাথ সিংও দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পাননি। এ নিয়ে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। বাসিন্দাদের অনেকের বক্তব্য, 'যেখানে খোদ ওয়ার্ড কাউন্সিলারেরই কোনো নিরাপত্তা নেই সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়?'

অভিযোগ, গত রবিবার দুর্গা সিং ও তাঁর বাবা প্রাক্তন কাউন্সিলার অমরনাথ সিংকে মারধর করে এলাকার কিছু দুষ্কৃতী। অমরনাথবাবুকে এমনভাবে মারধর করা হয় যে তাঁর নাক ফেটে যায়, বুকেও চোট লাগে। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওয়ার্ড কাউন্সিলার দুর্গা সিং বলেন, 'গঙ্গানগর এলাকায় দুষ্কৃতীদের অত্যাচার দীর্ঘদিনের। আমার কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার অভিযোগ করেছেন। পুলিশ ব্যবস্থা নিলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। রবিবার আমি ও আমার বাবা যখন সেখানে যাই, তখন আমাদের উপর ওই দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়। আমার মঙ্গলসূত্র, কানের দুল এখনও পাইনি। বাবা ভীষণভাবে জখম হয়েছেন।' যদিও এই ঘটনায় যে দুজনের নামে দুর্গাদেবী থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ তাদের গ্রেফতার করেছে।

কাউন্সিলারের কথা

গঙ্গানগর এলাকায় দুষ্কৃতীদের অত্যাচার দীর্ঘদিনের। আমার কাছে স্থানীয় বাসিন্দারা বহুবার অভিযোগ করেছেন। আমিও পুলিশকে বহুবার জানিয়েছি।

– দুর্গা সিং

মন্ত্রীর কথা

এদের সবভাবে আমরা প্রতিরোধ করব। যে ভাষায় এরা কথা বলছে, সেই ভাষায় আমরা উত্তর দেব।

–গৌতম দেব

এদিন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ এই খবর প্রকাশিত হতেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা হাসপাতালে গিয়ে অমরনাথ সিংকে দেখে আসেন। এদিন বেলা ১২টা নাগাদ হাসপাতালে যান পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব ও তৃণমূল কংগ্রেসের জেলার কোঅর্ডিনেটর রঞ্জন সরকার। ৫ নম্বর ওয়ার্ডে যেভাবে দিনের পর দিন দুষ্কৃতীদের অত্যাচার বাড়ছে তাতে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসবেন। গৌতম দেব বলেন, 'আরও কয়েকজনের নামে এফআইআর করা হবে। বুধবার দলের কর্মীরা ওই ওয়ার্ডে যাবেন, সেখানে আমাদের কর্মসূচি হবে। এই ধরনের গুন্ডামি বিজেপির কোন নেতারা করেছে তা আমরা জানি। *এরপর বারোর পাতায়*

কাউন্সিলারের বাবাকে দেখতে হাসপাতালে মন্ত্রী। ছবি ঃ তপন দাস

ম্যানেজিং কমিটি না থাকায় হাজারো সমস্যা স্কুলে

রহিত বসু

১০ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এখন শোভন-বৈশাখীর কার্যকলাপ ঘিরে আলোড়িত। অন্য কোনো বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ নিয়ে এত চর্চা হচ্ছে না যতটা বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ নিয়ে হচ্ছে। মনে হয়, দিদিকে বলো স্লোগান রচনার সময় পিকে নিশ্চয়ই ভাবেননি, এমন পরিস্থিতির উদয় হতে পারে, ঝড়ের মতো এসে বৈশাখী তাঁর দুটো স্লোগান ওলট-পালট করে দিতে পারেন। রাজনীতিতে এখন নেতিবাচক ইশ্যুর রমরমা, মানুষের মৌলিক সমস্যা ব্যক্তিগত কেচ্ছার আড়ালে চলে যাচ্ছে। দেখেশুনে মনে হয় বিজেপির এমন অস্বস্তিতে তৃণমূলের নেতারা মজা লুটছেন। ভালোই তো! জল-কলের কথা আসছে না, মানুষের আধপেটা থাকার কথা আসছে না, খুন-জখমের কথা আসছে না, শিল্পায়নে ব্যর্থতার কথা আসছে না, গোষ্ঠীকোন্দলে মৃত্যুর কথা সামনে আসছে না, শিক্ষকদের আন্দোলনে লাঠি চালানোর কথা পিছনে চলে যাচ্ছে।

এই যেমন শিক্ষামন্ত্রী ভুলেই গিয়েছেন রাজ্যের কত স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং তার ফলে স্কুল পরিচালনায় কতরকমের অসুবিধা হচ্ছে। অথচ এই সব স্কুল থেকে নতুন সদস্যদের নামের প্রস্তাব অনেকদিন আগেই সরকারের কাছে চলে গিয়েছে। হয় শিক্ষামন্ত্রী সেই সব ফাইল খোলেননি, নতুবা খুলেও ভুলে গিয়েছেন। সত্যিই তো, তাঁর কত কাজ! এবার দেখুন শিলিগুড়ির এমন একটি স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নেই যে স্কুলে ১৭০০ পড়ুয়া। শিক্ষা দপ্তরের এমন কারবার যে, এমন একটি স্কুলে সাফাইকর্মীর পদ নেই, নিরাপত্তাকর্মীর পদ নেই। এই সব কর্মীকে স্কুলের নিজস্ব তহবিল থেকে টাকা দিতে হয়। কিন্তু ম্যানেজিং কমিটি না থাকলে স্কুল কার অনুমতিতে ওই টাকা দেবে? ডিআই অফিস থেকে একজন অফিসার প্রতি মাসে এসে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতনের কাগজে সই করে দিয়েছেন। কিন্তু ধরা যাক, স্কুলের কোনো ঘরে বালব খারাপ হয়ে গিয়েছে, সেটি পালটাতে হবে এবং তারজন্য একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকতে হতে পারে। সেই টাকার অনুমোদন এখন কে দেবে?

প্রদীপের নীচের অন্ধকারে আমরা আলো ফেলি

শুধু শিলিগুড়িতেই শুনলাম অন্তত ৪০টি স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নেই। সেসব এখানকার বড়ো বড়ো স্কুল। একটি স্কুল থেকে তো সভাপতি পদের জন্য পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেবের নামও গিয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের এমনই হাল যে, সেই স্কুলের ফাইলও খোলেনি। জলপাইগুড়িতেও অনেক স্কুলে ম্যানেজিং কমিটি নেই। ফলে উন্নয়নের পরিকল্পনা মুলতুবি রাখতে হচ্ছে। ওই জেলায় তো তৃণমূলের শিক্ষক সমিতির নেতারাও অসুবিধার কথা জানাচ্ছেন। এখন তাঁদের কথায় শিক্ষামন্ত্রী গুরুত্ব দেন কিনা কে জানে! শিলিগুড়ির একটি স্কুলের লনে দেখলাম প্রচুর নির্মাণ বর্জ্য পড়ে রয়েছে। পড়ুয়ারা খেলার সময় পড়ে গেলে হাত-পা কাটার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু সাফাইকর্মী ডেকে ওই বর্জ্য সরানো যাচ্ছে না, কারণ ম্যানেজিং কমিটি নেই। জানলা খুলে পড়ে যাচ্ছে, পালটানো যাবে না, কারণ ম্যানেজিং কমিটি নেই। অথচ দেখুন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা কিন্তু তৃণমূলের শিক্ষক নেতাদের হাত ঘুরে সরকারের কাছে যায়। এমন নয় যে, এই সব তালিকায় কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপির নেতাদের নাম রয়েছে।

আমি মাঝেমধ্যে ভাবি, আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কি একবার দিল্লির সরকারি স্কুল সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন না! এখন তো ইন্টারনেটে সবই পাওয়া যায়। খোঁজ নিলে শিক্ষামন্ত্রী দেখতেন, দিল্লির সরকারি স্কুলের অন্তত ১ হাজার শিক্ষককে গত কয়েক বছরে সিঙ্গাপুর ও ফিনল্যান্ডে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছে। সেখানে এমনভাবে পাঠক্রম সাজানো হয়েছে যাতে পড়ুয়াদের ওপর চাপ কমে। দিল্লির স্কুলে পঠনপাঠনের প্রক্রিয়ায় 'হ্যাপিনেস পিরিয়ড' রয়েছে যেখানে গল্প বলা, মেডিটেশন ও আরও এমন অনেক বিষয়ের পাঠ দেওয়া হয় যা পড়ুয়াদের কাছে বিনোদনমূলক হয়ে ওঠে।

আর আমাদের এখানে শিক্ষকরা আন্দোলনে শামিল হলে তাঁদের পুলিশ দিয়ে পেটানো হচ্ছে। তবে সব শিক্ষক যে সমাজ গড়ার কারিগর, এমন নয়। বহু শিক্ষক আছেন যাঁদের পড়ানোর বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই এবং তার ফলে পড়ুয়াদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন না। পঠনপাঠন ব্যবস্থার বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তাঁরা পড়ুয়াদের আধুনিক শিক্ষায় আলোকিত করতে পারেন না। কিন্তু তার জন্য পুলিশকে কেউ শিক্ষক পেটানোর লাইসেন্স দেয়নি।